দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ [১]

Anti - Corruption Commission Rules, 2007 [1]

[29th March, 2007]

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১ । **বিধিমালার নাম ।**—এই বিধিমালা দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

২ । **সংজ্ঞা ।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) " অনুসন্ধান" অর্থ আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হইবার পর উহা কমিশন কর্তৃক তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য গৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইবার পূর্বে উক্ত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা উদঘাটনের লক্ষ্যে কমিশন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম;

(খ) "অভিযোগ" অর্থ আইন এর তফসিলভুক্ত অপরাধের বিষয়ে কমিশন বা অন্য কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আকারে কিংবা অন্য কোনভাবে প্রাপ্ত অভিযোগ;

(গ) " আইন" অর্থ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন);

প্রজ্ঞাপন-ঢাকা, ১৫ চৈত্র, ১৪১৩/২৯ মার্চ, ২০০৭ এস, আর, ও নং ৩২-আইন/ ২০০৭।-দুর্নীতি দমন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ৩৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরুপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল।

[১] [(ঘ) " আদালত" অর্থ আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের এখতিয়ার সম্পন্ন কোন আদালত;]

[২] [(ঘঘ) " এজাহার" অর্থ আইন এর তফসিলভুক্ত অপরাধ সংক্রান্ত তদন্ত অনুষ্ঠানের উদ্দেশে অপরাধ সংঘটনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম, পরিচয়, সংগঠনের স্থান, সময় ও বিষয়বস্তু এবং

যে প্রকারে উহা সংগঠিত হইয়াছে, ইত্যাদি সংবলিত কমিশনের কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত ও কমিশনের জেলা কার্যালয়ে দাখিলকৃত প্রাথমিক বিবরণী বা এই বিধিমালার অধীন সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত হইতে তদন্তের জন্য প্রেরিত অভিযোগ;]

(ঙ) "কমিশন" অর্থ আইন এর ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন;

(চ) "কমিশনার" অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোন কমিশনার;

[৩] [(চচ) "জেলা কার্যালয়" অর্থ দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে নির্ধারিত সমন্বিত জেলা কার্যালয়;]

[৪] [(ছ) " তদন্ত" অর্থ কোন এজাহার কমিশনে বা কমিশনের কোন জেলা কার্যালয়ে গৃহীত ও তদন্ত রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হইবার পর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে বিচারার্থে মামলা দায়ের করিবার লক্ষ্যে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কমিশন বা কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম;]

(জ) " তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল; [৫] [***]

---

১. এস, আর, ও নং ২১০ -আইন/২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা দফা ২(ঘ) প্রতিস্থাপিত।

২. এস, আর, ও নং ২১০ -আইন/২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা দফা (ঘঘ) সন্নিবেশিত।

৩. এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭, তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা দফা (চচ) সন্নিবেশিত।

৪. এস, আর, ও নং ২১০-আইন/২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা দফা ২(ছ) প্রতিস্থাপিত।

৫. এস, আর, ও নং ২১০-আইন /২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা বিধি ২ (ঈ), দফা (জ) এর প্রান্তস্থিত " এবং" শব্দটি বিলুপ্ত।

(ঝ) "ফৌজদারী কার্যবিধি " অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act NO. V of 1898); [১] [এবং]

[২] [(ঞ) "সিনিয়র স্পেশাল জজ " অর্থ Criminal Law Amendment Act , 1958 (XV of 1958) এর Section 4 এর Sub - section (2) এর অধীন ঘোষিত সিনিয়র স্পেশাল জজ।]

১. এস, আর, ও নং ২১০ - আইন/২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা দফা ২(উ), দফা (ঝ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর " এবং " শব্দটি সংযোজিত।

২. এস, আর, ও নং ২১০-আইন/২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা দফা (ঞ) সন্নিবেশিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অভিযোগ দায়ের, যাচাই-বাছাই ইত্যাদি

[১] [৩। **কমিশন ও উহার অধঃস্তন কার্যালয়ে অভিযোগ দায়ের।**— (১) কোন ব্যক্তি আইনের তফসিলে উল্লেখিত অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের জেলা কার্যালয় বা বিভাগীয় কার্যালয় বা প্রধান কার্যালয়ে অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অভিযোগ দাখিলকারী ব্যক্তি দাবি করিলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় অভিযোগ প্রাপ্তির প্রমাণ হিসেবে অভিযোগ প্রাপ্তি নম্বর ও তারিখ সম্বলিত একটি রশিদ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে তফসিলের ফরম - ১ অনুযায়ী রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) উপ - বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের প্রধান কর্মকর্তা বিধি ৫ এর অধীন সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের জন্য গঠিত যাচাই -বাছাই কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করিবেন।

১. এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭, তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা বিধি ৩ প্রতিস্থাপিত।

(৫) যাচাই - বাছাই কমিটি অভিযোগের সমর্থনে প্রাথমিক তথ্য ও উপাত্ত বিবেচনা করিবে এবং কোন কোন অভিযোগের অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা প্রয়োজন উহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং যে সকল অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা বা যথার্থতা পাওয়া যাইবে না সেই সকল অভিযোগসমূহের পৃথক একটি তালিকা প্রস্তুত করে করিবে।

(৬) উপ -বিধি (৫) এর অধীন [১] [সুপারিশকৃত অভিযোগের তালিকা ও সংশ্লিষ্ট অভিযোগের কপি] প্রত্যেক জেলা কার্যালয় সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের জন্য গঠিত যাচাই - বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশ প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক পনের কার্যদিবসের মধ্যে, উহার বিভাগীয় কার্যালয়কে অবহিত রাখিয়া কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৭) উপ-বিধি (৫) এর অধীন [২] [সুপারিশকৃত অভিযোগের তালিকা ও সংশ্লিষ্ট অভিযোগের কপি] প্রত্যেক বিভাগীয় কার্যালয় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য গঠিত যাচাই - বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশ প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক পনের কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৮) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রধান কার্যালয়ে সরাসরি প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক উহার উপর উক্ত কার্যালয়ের জন্য গঠিত যাচাই- বাছাই কমিটির সুপারিশসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করবেন।

(৯) উপ-বিধি (৬) এবং (৭) এর অধীন তালিকা প্রাপ্তির দশ কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনের সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের জন্য গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ সংগ্রহ করিয়া উক্ত সুপারিশসহ উক্ত অভিযোগ সমূহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করিবেন।

---

১. এস, আর, ও নং ২১০- আইন / ২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা বিধি ৩(৬) " প্রস্তুতকৃত তালিকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "সুপারিশকৃত অভিযোগের তালিকা ও সংশ্লিষ্ট অভিযোগের কপি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

২. এস, আর, ও নং ২১০- আইন /২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা বিধি ৩(৭) " প্রস্তুতকৃত তালিকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "সুপারিশকৃত অভিযোগের তালিকা ও সংশ্লিষ্ট অভিযোগের কপি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[১] [৪ । **থানায় দুর্নীতির অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের।**—এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ব্যক্তি থানায় অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট থানা উক্ত অভিযোগটি প্রাপ্তির পর উহা Police Act, 1861 এর বিধানমতে সাধারণ ডাইরিভুক্ত (general diary) করিয়া আইন অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনধিক দুই কার্যদিবসের মধ্যে উহা কমিশন বহির্ভূত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কমিশনের সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে এবং কমিশনে কর্মকর্তা কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কমিশন বরাবরে প্রেরণ করিবে।]

১. এস, আর, ও নং ২১০- আইন /২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা বিধি ৪ প্রতিস্থাপিত।

[১] [৫। **অভিযোগ যাচাই বাছাই কমিটি।**— (১) আইনের তফসিল এ উল্লেখিত অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ যাচাই-বাছাই এর জন্য কমিশন উহার প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়সমূহের জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত কমিটি তিন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের যাচাই - বাছাই কমিটি কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের তিন জন কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত হইবে, বিভাগীয় কার্যালয়ের যাচাই-বাছাই কমিটি বিভাগীয় কর্মকর্তা ও বিভাগীয় সদরে অবস্থিত জেলা কার্যালয়ের দুই জন কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং জেলা কার্যালয়ের যাচাই-বাছাই কমিটি জেলা কার্যালয়ের তিন জন কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৪) কমিশন, সময় সময় আদেশ দ্বারা, এই বিধির অধীন গঠিত কমিটি বাতিল বা পুনর্গঠন করিতে পারিবে।]

১. এস, আর, ও নং ২৬৫- আইন / ২০০৭, তারিখঃ ২৬ নভেম্বও, ২০০৭ দ্বারা বিধি ৫ সংযোজিত।

তৃতীয় অধ্যায়

অনুসন্ধান পদ্ধতি

৬ । **অনুসন্ধানের জন্য অনুমোদন ।**— [১] [(১) বিধি ৩ এর উপ- বিধি (৮) ও (৯) এর অধীন সংশ্লিষ্ট কমিশনের নিকট উপস্থাপিত অভিযোগ সমূহের বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।]

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কমিশন কর্তৃক যে সকল অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধানকার্য পরিচালনার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেই সকল অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য কমিশনের নিকট হইতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট নির্দেশ আকারে প্রেরণ করিতে হইবে।

[২] [৭ । **অনুসন্ধান কার্যের সময়সীমা।**— (১) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা অভিযোগ অনুসন্ধানে নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক পঁয়তাল্লিশ কার্যদিবসের মধ্যে অনুসন্ধানকার্য সমাপ্ত করিয়া তফসিলের ফরম -২ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী তাহার প্রতিবেদন নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে যদি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে প্রতিবেদন দাখিল করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত পঁয়তাল্লিশ কার্যদিবস সমাপ্ত হইবার পূর্বেই নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তা বরাবর অতিরিক্ত সময় চাহিয়া আবেদন করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ আবেদন যথাযথ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে উক্ত নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কমিশনার ও মহাপরিচালককে লিখিতভাবে অবহিত করিয়া অনধিক ত্রিশ কার্যদিবস পর্যন্ত সময় বর্ধিত করিতে পারিবেন।

---

১. এস, আর, ও নং ২১০-আইন/২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা বিধি ৬(১) প্রতিস্থাপিত।

২. এস, আর, ও নং ২১০-আইন/২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা বিধি ৭ প্রতিস্থাপিত।

(৩) এই বিধির অধীন—

(ক) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান কার্যক্রমে তদারককারী কর্মকর্তা হইবেন;

(খ) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দায়িত্বপ্রাপ্তির পর তদারককারী কর্মকর্তা অনতিবিলম্বে তাহার সহিত আলোচনা করিয়া প্রাথমিক দিক -নির্দেশনা প্রদান করিবেন;

(গ) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন কিনা তদারককারী কর্মকর্তা তাহা সার্বক্ষণিক তদারকি করিবেন এবং সময়ে সময়ে কার্যনথিসহ কাগজপত্র পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক অনুসন্ধান কার্যক্রমের গতি -প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিবেন ও অনুসন্ধান - নোটবহিতে লিখিতভাবে তাহাকে প্রয়োজনীয় দিক- নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (১) ও (২) এর অধীন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনুসন্ধানকার্য সমাপ্ত না হইলে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কমিশনারের মাধ্যমে কমিশন বরাবর উপস্থাপন করিতে হইবে এবং কমিশন স্বীয় বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে অথবা যথাযথ বিবেচনা করিলে সময় নির্ধারণপূর্বক অপর একজন অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাকে অনুসন্ধানের জন্য দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) এই বিধিতে বর্ণিত সময় বৃদ্ধির আবেদনে উল্লেখিত কারণ অগ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে অথবা অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিধি অনুসারে সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হইতে বিরত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে অদক্ষতার কারণে কমিশনের কর্মকর্তা - কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য চাকরি বিধির আওতায় বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে তদারককারী কর্মকর্তার

বিরুদ্ধে ও অদক্ষতার কারণে বিভাগীয় কার্যক্রম (Departmental Proceedings) গ্রহণ করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে তদারককারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও অদক্ষতার কারণে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

(৬) এই বিধির অধীন অনুসন্ধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যখনই কোন অনুসন্ধান কাজের উদ্দেশ্যে তাহার কার্যালয় হইতে বাহির হইবেন তখনই তিনি উক্ত অনুসন্ধানের বিষয় টি সংক্ষিপ্ত আকারে তফসিলের ফরম -৭ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত সংশ্লিষ্ট বিষয়টি রক্ষিত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহা প্রতিটি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৭) এই বিধির অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেক অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা অনুসন্ধান কার্যক্রম ভিত্তিক তফসিলের ফরম-৯ অনুযায়ী অনুসন্ধান নোট বহি সংরক্ষণ করিবেন এবং তদারককারী কর্মকর্তা সময়ে সময়ে উহা পরীক্ষা করিবেন।

৮ । অনুসন্ধানকার্য চলাকালে অভিযুক্ত ব্যক্তির শুনানি গ্রহণ।— (১) দুর্নীতি বিষয়ক কোন অভিযোগের অনুসন্ধান চলাকালে কমিশন বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কমিশনার বা কর্মকর্তা যদি মনে করে যে, অভিযোগের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ করা প্রয়োজন তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া নোটিশে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে মৌখিক বা লিখিত বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করিয়া নোটিশে নির্দেশিত সময়সীমার মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার নিয়োজিত আইনজীবীসহ মৌখিক বা লিখিত বক্তব্য পেশ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে বক্তব্য পেশ করা হইলে সংশ্লিষ্ট কমিশনার বা কর্মকর্তা উহা সংশ্লিষ্ট নথিতে অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

৯ । অনুসন্ধানের মাসিক প্রতিবেদন দাখিল।— (১) অনুসন্ধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তদারককারী কর্মকর্তা পৃথকভাবে প্রতি মাসের সাত তারিখের মধ্যে বিগত মাসে তাহার সম্পাদিত অনুসন্ধানকার্যের ফলাফলসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ফরম -৮ অনুসারে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে কমিশনের [১] [সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক] বরাবর প্রেরণ করিবেন।

(২) কমিশনের [২] [সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক] উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদন কমিশন বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনারকে অবহিত করিবেন।

[৩] **[৯ক। অনুসন্ধান কার্যক্রমের নিষ্পত্তি ।—** (১) কমিশন, বিধি ৭ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন উপস্থাপিত অনুসন্ধান প্রতিবেদন বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া, এজাহার দায়েরের জন্য উহার কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিবে, বা ক্ষেত্রমত, কার্যক্রমটি পরিসমাপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিসমাপ্তির সিদ্ধান্তের পরও, কমিশন যে কোন সূত্র হইতে অতিরিক্ত কোন তথ্য প্রাপ্ত হইলে, অভিযোগটির বিষয়ে অধিকতর অনুসন্ধান করিতে কোন বাধা থাকিবে না।

---

১. এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭, তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা "সচিব" শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

২. এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭, তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা "সচিব" শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

৩. এস, আর, ও নং ২১০-আইন/২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা বিধি "৯ক" সন্নিবেশিত।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কমিশন কর্তৃক এজাহার দায়েরের নির্দেশ প্রদান করা হইলে কিংবা কার্যক্রমটি পরিসমাপ্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে উহা কমিশন কর্তৃক অনধিক দশ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে (যদি থাকে) এবং ক্ষেত্রমত, যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কর্তৃপক্ষ বা অফিস প্রধানের নিকট বিভাগীয় বিধি- বিধান মতে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনকে অবহিত করিবার অনুরোধ সহকারে রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে বা বাহক মারফত পত্রের মাধ্যমে অবহিত করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কেবলমাত্র পরিসমাপ্তির সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহাকে পূর্বোক্তভাবে জানাইতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

তদন্ত পদ্ধতি

[১] **[১০। অপরাধের তদন্তকার্যক্রম গ্রহণ, সম্পন্ন ও প্রতিবেদন দাখিল।—** (১) এই বিধির অধীন—

(ক) কমিশনের প্রত্যেক জেলা কার্যালয় প্রত্যেক সিনিয়র স্পেশাল জজের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকা ভিত্তিক একটি করিয়া তফসিলের ফরম- ২ক অনুযায়ী তদন্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে;

(খ) কমিশনের নির্দেশপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অপরাধ সংগঠনের স্থানীয় অধিক্ষেত্রসম্পন্ন সিনিয়র স্পেশাল জজের এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনের জেলা কার্যালয়ে আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধ সংঘটনের তথ্য সংবলিত এজাহার দাখিল করিবেন;

(গ) সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় সংশ্লিষ্ট সিনিয়র স্পেশাল জজের এলাকার জন্য নির্ধারিত তদন্ত রেজিস্টারে এজাহারে বর্ণিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং তদন্ত কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি সংরক্ষণ করিয়া তফসিলের ফরম-২খ সহ মূল এজাহারটি সংশ্লিষ্ট সিনিয়র স্পেশাল জজের নিকট প্রেরণ করিবে;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট সিনিয়র স্পেশাল জজ তদন্তের স্বার্থে কোন আদেশ প্রদানের প্রয়োজনে এবং তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত এজাহার সংরক্ষণ করিবেন;

---

১. এস, আর, ও নং ২১০- আইন/২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা বিধি ১০ প্রতিস্থাপিত।

(ঙ) বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন সিনিয়র স্পেশাল জজ কর্তৃক প্রেরিত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনের জেলা কার্যালয় প্রাপ্ত হইলে এই উপ -বিধির দফা (খ) এ বর্ণিত মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(চ) কমিশন যে কোন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার মতো যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে তাহা হইলে সরাসরি এজাহার দায়েরের জন্য উহার সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তদন্তের নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে আইনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্তকার্য সমাপ্ত করিয়া তফসিলের ফরম- ৪ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী তাহার প্রতিবেদন (সাক্ষ্য-স্মারক) নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন।

(৩) এই বিধির অধীন—

(ক) তদন্তকারী কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট তদন্ত কার্যক্রমের তদারককারী কর্মকর্তা হইবেন;

(খ) তদন্তকারী কর্মকর্তা দায়িত্ব প্রাপ্তির পর তদারককারী কর্মকর্তা অনতিবিলম্বে তাহার সহিত আলোচনা করিয়া প্রাথমিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করিবেন;

(গ) তদন্তকারী কর্মকর্তা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন কিনা তদারককারী কর্মকর্তা তাহা সার্বক্ষণিক তদারকি করিবেন এবং সময়ে সময়ে কেস-ডকেট পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক তদন্ত কার্যক্রমের গতি -প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিবেন ও লিখিতভাবে তাহাকে প্রয়োজনীয় দিক- নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৪) এই বিধিমালার অধীন কোন অভিযোগের তদন্তকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা দৈনন্দিন ভিত্তিতে তাহার তদন্তকার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে ডায়েরি ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী কেস ডায়েরি (Case diary) প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত ডায়েরীর অনুলিপি অভিযোগনামা বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন বিষয়ে কমিশনের অনুমোদনের জন্য প্রেরণের সময় উহার সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৬) এই বিধির অধীন তদন্তকারী কর্মকর্তা যখনই কোন তদন্ত কাজের উদ্দেশ্যে তাহার কার্যালয় হইতে বাহির হইবেন তখনই তিনি উক্ত তদন্তের বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আকারে তফসিলের ফরম-৭ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে রক্ষিত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তদন্তের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।]

১১ । তদন্তকার্য চলাকালে অভিযুক্ত ব্যক্তির শুনানি গ্রহণ ।— (১) দুর্নীতি বিষয়ক কোন অভিযোগের অনুসন্ধান শেষ হওয়ার পর অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে তদন্ত চলাকালে কমিশন যদি মনে করে যে, অভিযোগের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া নোটিশে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে মৌখিক বা লিখিত বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ -বিধি (১) এর অধীন নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করিয়া নোটিশে নির্দেশিত সময়সীমার মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার নিয়োজিত আইনজীবীসহ মৌখিক বা লিখিত বক্তব্য পেশ করিতে পারিবে এবং উক্তরুপে বক্তব্য পেশ করা হইলে সংশ্লিষ্ট কমিশনার বা কর্মকর্তা উহা সংশ্লিষ্ট নথিতে অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

১২ । তদন্তের মাসিক প্রতিবেদন দাখিল।— (১) তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তদারককারী কর্মকর্তা পৃথকভাবে প্রতি মাসের সাত তারিখের মধ্যে বিগত মাসে তাহার সম্পাদিত তদন্তকাজের ফলাফলসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ফরম-৮ অনুসারে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে কমিশনের [১] [সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক] বরাবরে প্রেরণ করবেন।

(২) কমিশনের [২] [সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক] উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদন কমিশন বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনারকে অবহিত করিবেন।

---

১. এস, আর, ও নং ২৬৫- আইন / ২০০৭, তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা "সচিব" শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

২. এস, আর, ও নং ২৬৫- আইন / ২০০৭, তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা "সচিব" শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

পঞ্চম অধ্যায়

মামলা দায়েরে কমিশনের অনুমোদন, ফাঁদ মামলা ইত্যাদি

১৩ । আদালতে অভিযোগনামা (Charge Sheet) দায়েরে কমিশনের অনুমোদন আবশ্যক।— (১) আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধের অভিযোগ তদন্তের পর কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইলে, বিচার সুপারিশ করিয়া [১] [সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে] মামলা দায়ের করিবার ক্ষেত্রে কমিশন বা কমিশনের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনারের অনুমোদন গ্রহণ আবশ্যক হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কমিশন বা ক্ষেত্রমত, কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদনের প্রমাণ স্বরূপ অনুমোদনপত্রের একটি কপি আদালতে দাখিল করা না হইলে আদালত অপরাধ বিচার কার্য আমলে গ্রহণ করিবে না।

(৩) আইনে তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংঘটনের বিষয়ে কোন অভিযোগ কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরাসরি কোন আদালতে দায়ের করা যাইবে না।

[২] [তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার মতো যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে এবং উক্ত অপরাধ সংঘটন বিষয়ে ইতিপূর্বে অভিযোগকারীর দাখিলকৃত অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশন তদন্ত কার্যক্রমে অগ্রসর না হইবার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত ছিল না সেই ক্ষেত্রে উক্ত আদালত অভিযোগটি গ্রহণ করিয়া তদন্তের জন্য কমিশনকে নির্দেশসহ অভিযোগটি এবং অভিযোগের সমর্থনে দাখিলকৃত কাগজপত্র, যদি থাকে, কমিশনে বা ক্ষেত্রমত, কমিশনের সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

১. এস, আর, ও নং ২১০- আইন / ২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা "উপযুক্ত আদালতে" শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত ।

২. এস, আর, ও নং ২১০- আইন / ২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা উপ-বিধি (৩) এর শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত।

[১] [**১৪ । অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন আবশ্যক নহে।**—আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধের বিষয়ে কমিশনের কোন কার্যালয়, থানা বা সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে অভিযোগ দাখিল করিবার ক্ষেত্রে কমিশনের পূর্বানুমোদন আবশ্যক হইবে না।]

১৫। মামলা দায়েরের অনুমোদন পদ্ধতি।—তদন্ত প্রতিবেদন (সাক্ষ্য- স্মারক) পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে মামলায় চার্জশিট বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন, ক্ষেত্রমত, যাহা প্রযোজ্য, দাখিলের অনুমোদনের এখতিয়ার কমিশন বা কমিশনের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনারের উপর অর্পিত থাকিবে।

[২] [(২) * * * * *]

(৩) বিচারাধীন কোন মামলায় কোন আদালত কর্তৃক কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন চাওয়া হইলে কমিশন [৩] [বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া] চাহিদা অনুযায়ী অনুমোদন প্রদান করিবে।

১. এস, আর, ও নং ২১০-আইন/২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা বিধি ১৪ প্রতিস্থাপিত।

২. এস, আর, ও নং ২১০-আইন/২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা উপ-বিধি ১৪(২) বিলুপ্ত।

৩. এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭, তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(৪) আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধ তদন্তের পর তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিচার সুপারিশ করিয়া [১] [সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে] অভিযোগনামা দায়েরের ক্ষেত্রেই কেবল কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ আবশ্যক হইবে।

(৫) কোন কারণে তদন্ত প্রতিবেদনের সহিত অনুমোদন পত্রের কপি সংযুক্ত করা না হইলে সংশ্লিষ্ট আদালত তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরই কমিশনের চেয়ারম্যানকে সম্বোধন করিয়া পত্রের মাধ্যমে অনুমোদন চাহিতে পারিবেন।

(৬) উপ-বিধি (২) এর অধীন কমিশন কর্তৃক মামলা দায়েরের অনুমোদন প্রদান করা হইলে কিংবা অনুমোদন প্রদান অস্বীকৃত হইলে কমিশন সচিবালয় কর্তৃক অনধিক সাত কার্যদিবসের মধ্যে অনুমোদন রচনাকারী ব্যক্তিকে রেজিস্ট্রিকৃত পত্রের মাধ্যমে জানাইতে হইবে এবং উহার একটি কপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ বা অফিস প্রধানের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৭) আইনের ধারা ৩২ এর অধীন মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে এই বিধি অনুযায়ী দায়েরের অনুমোদন পাওয়া গেলে কোনরুপ বিলম্ব ব্যতিরেকে তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত অনুমোদনের কপি আবশ্যিকভাবে মামলা দায়েরের সময় তফসিলের ফরম- ৩ অনুসারে আদালতে দাখিল করিবেন।

---

১. এস, আর, ও নং ২১০- আইন / ২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা "উপযুক্ত আদালতে " শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[১] [**১৬ । ফাঁদ মামলা (Trap Case)।—** দুর্নীতি প্রতিরোধের নিমিত্ত আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধে জড়িত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে হাতেনাতে ধৃত করিবার উদ্দেশ্যে তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার এর অনুমোদনক্রমে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফাঁদ মামলা (Trap Case) প্রস্তুত করিতে বা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

---

১. এস, আর, ও নং ২৬৫- আইন / ২০০৭, তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা বিধি ১৬ প্রতিস্থাপিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সহায় সম্পত্তি ঘোষণা [১] [* * * *]

১৭। আইনের ধারা ২৬ অনুযায়ী সহায়-সম্পত্তি ঘোষণা বিষয়ক পদ্ধতি।—(১) কমিশন কোন তথ্যের ভিত্তিতে এবং উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় [২] [অনুসন্ধান] পরিচালনার পর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন ব্যক্তি, বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, বৈধ উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তি দখলে রাখিয়াছেন, মালিকানা অর্জন করিয়াছেন, তাহা হইলে কমিশন বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনারের অনুমোদনক্রমে উপ-পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, এমন একজন কর্মকর্তা নিজ

স্বাক্ষরে উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে তফসিলের ফরম-৫ এ বর্নিত ছক অনুযায়ী তাহার সম্পদ ও দায়-দেনার হিসাব সরবরাহের আদেশ জারী করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তির বরাবরে উপ- বিধির (১) এর অধীন কোন আদেশ জারি করা হইলে উক্ত ব্যক্তি আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে [৩] [একুশ কার্যদিবসের] মধ্যে তফসিলের ফরম-৬ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী তাহার সম্পদ ও দায়- দেনার হিসাব বিবরণী ও অধিযাচিত তথ্য দাখিল করিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ- বিধি (১) এর অধীন আদেশপ্রাপ্ত হইবার পর যদি উক্ত আদেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপ- বিধি (২) এর বিধান অনুযায়ী সম্পদ ও দায় - দেনার হিসাব বিবরণী ও অধিযাচিত তথ্য দাখিল করিতে সক্ষম না হন তাহা হইলে উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট [৪] [আদেশে স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার] নিকট সময় বৃদ্ধির আবেদন করিতে পারিবেন।

---

১. এস, আর, ও নং ২১০- আইন / ২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা "অবরুদ্ধকরণ ও ক্রোক ইত্যাদি" শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত।

২. এস, আর, ও নং ২৬৫- আইন / ২০০৭, তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা "তদন্ত" শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

৩. এস, আর, ও নং ২১০- আইন / ২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা "সাত কার্যদিবসের" শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

৪. এস, আর, ও নং ২১০- আইন / ২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা "উপ-পরিচালকের" শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত ।

[১] [(৪) উপ- বিধি (৩) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যথাযথ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে সংশ্লিষ্ট আদেশে স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা উক্ত একুশ কার্যদিবসের ধারাবাহিকতায় কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিয়া অতিরিক্ত অনধিক পনের কার্যদিবস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৫) দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী যাচাইপূর্বক [২] [তৃতীয়] অধ্যায় অনুযায়ী [৩] [অনুসন্ধান] সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৬) উপ- বিধি (৫) অনুযায়ী দাখিলকৃত [৩] [অনুসন্ধান] প্রতিবেদনে যদি জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে কমিশন বা কমিশনের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কমিশনারের [৪] [নির্দেশক্রমে এজাহার] দায়ের করিতে হইবে।

(৭) উপ-বিধি (৫) অনুযায়ী দাখিলকৃত [৩] [অনুসন্ধান] প্রতিবেদনে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত [৫] [সম্পদ] অর্জনের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে [৫] [অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিসমাপ্ত] হইবে।

---

১. এস, আর, ও নং ২১০- আইন / ২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা উপ -বিধি ১৭(ক) প্রতিস্থাপিত।

২. এস, আর, ও নং ২৬৫- আইন / ২০০৭, তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা " চতুর্থ" শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

৩. এস, আর, ও নং ২৬৫- আইন / ২০০৭, তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা "তদন্ত" শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

৪. এস, আর, ও নং ২৬৫- আইন / ২০০৭, তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা " পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিয়া মামলা " শব্দগুলির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

৫. এস, আর, ও নং ২৬৫- আইন / ২০০৭, তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা উপ-বিধি ১৭ (৬) এর "জ্ঞাত আয় বহির্ভূত " শব্দগুলির পর "সম্পদ" শব্দটি সন্নিবেশিত এবং "উহার পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত" শব্দগুলির পরিবর্তে " অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিসমাপ্ত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[১] [ষষ্ঠ-ক অধ্যায়

অপরাধলব্ধ সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ ও ক্রোক, ইত্যাদি]

[২] [**১৮ । অপরাধলব্ধ সম্পত্তি অবরুদ্ধকরন ও ক্রোকাদেশ।—** (১) কমিশন কর্তৃক গৃহীত কোন কার্যক্রমের যে কোন পর্যায়ে, যদি কমিশনের নিকট যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন, তাহা হইলে কমিশন উহার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে উক্ত ব্যক্তির অপরাধলব্ধ বা, ক্ষেত্রমত, জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তি, যাহা উক্ত ব্যক্তির নিজ নামে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির নামে বা দখলে থাকুক না কেন, অবরুদ্ধকরণ (Freezing) বা, ক্ষেত্রমত, ক্রোকের (Attachment) আদেশ চাহিয়া এখতিয়ারসম্পন্ন সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে বা, ক্ষেত্রমত, বিচারিক স্পেশাল জজ আদালতে আবেদন করার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত বা সনাক্তকরণ যোগ্য না হওয়ার কারণে বা অন্য কোন কারণে উপরে বর্ণিত সম্পত্তি অবরুদ্ধ (Freezing) বা ক্রোক (Attachment) করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উপরে বর্ণিত ব্যক্তির, যতদূর সম্ভব, সমমূল্যের অন্য সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ (Freezing) বা, ক্ষেত্রমত, ক্রোকের (Attachment) জন্য উপরে বর্ণিত আবেদন করার ক্ষমতা প্রদান করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট আদালতে লিখিত আবেদনের অন্যান্য বিবরণের সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিবেন, যথাঃ—

(ক) অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের নিমিত্ত সম্পত্তির অবস্থান, পরিমাণ ও আনুমানিক মূল্যসহ পূর্ণ বিবরণ;

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম-পরিচয়সহ আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধ সংঘটনে তাহার সংশ্লিষ্টতা ও তাহার মাধ্যমে উক্ত সম্পত্তি অর্জিত হওয়ার বা ক্ষেত্রমত, উক্ত সম্পত্তি তাহার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার দাবির সপক্ষে যুক্তি ও প্রাথমিক প্রমাণাদি;

---

১. এস, আর, ও নং ২১০- আইন / ২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা বিধি ১৭ এর পর নূতন অধ্যায় ও শিরোনাম সন্নিবেশিত।

২. এস, আর, ও নং ২১০- আইন / ২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা বিধি ১৮ প্রতিস্থাপিত।

(গ) অপরাধলব্ধ বা জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তির পরিবর্তে অন্য সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকের জন্য আবেদন করা হইলে পূর্বোক্ত সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক করা সম্ভব না হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ;

(ঘ) প্রার্থিত আবেদন মোতাবেক আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা না হইলে অভিযোগ, বিধিমালা অধীন গৃহীত কোন কার্যক্রম বা, ক্ষেত্রমত, মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পূর্বেই সম্পত্তিটি অন্যত্র হস্তান্তর বা বেহাত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে মর্মে একটি বিবৃতি।

(৩) আদালত, উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর, আবেদনে উল্লেখিত বিষয় বিশ্বাস করিবার মত আপাতদৃষ্টে (Prima facie) ভিত্তি নাই বলিয়া মনে না করিলে, অবিলম্বে আবেদনে উল্লেখিত সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ (Freezing) বা, ক্ষেত্রমত, ক্রোক (Attach) করিবার আদেশ প্রদান করিবে।

(৪) এই বিধির অধীন কোন সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকের জন্য আদালত আদেশ প্রদান করিলে আদেশ কার্যকর থাকাকালীন, আদালত কর্তৃক ভিন্নরূপ কোন আদেশ প্রদান করা না হইলে, উক্ত সম্পত্তি কোনভাবে বা প্রকারের অন্যত্র হস্তান্তর বা লেনদেন বা দায়মুক্ত করা যাইবে না।

(৫) উপ- বিধি (৪) এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে হস্তান্তর বা লেনদেন বা দায়মুক্ত করা হইলে, বিধি ১৮ঙ এর বিধান অনুযায়ী চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সাপেক্ষে উহা অবৈধ ও অকার্যকর বা, ক্ষেত্রমত, অবমুক্ত হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৪) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্ট অবরুদ্ধকরণ আদেশ কার্যকর থাকা অবস্থায় উক্ত আদেশে উল্লেখ না থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি প্রাপ্য হইয়াছে এইরূপ সমুদয় অর্থ তাহার অবরুদ্ধ ব্যাংক একাউন্টে জমা করা যাইবে।]

[১] [**১৮ক । অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকাদেশ জারি।—** (১) বিধি ১৮ এর অধীন কোন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করা হইলে আদালত অবিলম্বে সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণসহ উহার হস্তান্তর বা লেনদেন বা দায়মুক্তকরণ নিষিদ্ধ করিয়া সর্বসাধারণের অবগতির জন্য কমিশনের ব্যয় বহুল প্রচারিত ১ (এক) টি বাংলা ও ১ (এক) টি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচার করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধানের অতিরিক্ত হিসাবে আদালত অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ জারির জন্য, ক্ষেত্রমত, নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে, যথাঃ—

(ক) স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হইলে উহার হস্তান্তর বা লেনদেন বা দায়মুক্ত করা নিষিদ্ধকরণ সংবলিত ক্রকের আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও সাব- রেজিস্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং আদেশটি কমিশনের ব্যয়ে বিজ্ঞপ্তি আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সম্পত্তির প্রকাশ্য স্থানে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত করিবে;

(খ) কোন ব্যাংক একাউন্ট বা লকার অবরুদ্ধ করা হইলে উহার লেনদেন স্থগিত রাখিবার নির্দেশ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক- ম্যানেজারের নিকট প্রেরণ করিবে;

---

১. এস, আর, ও নং ২১০- আইন / ২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা বিধি ১৮ এর পর নূতন বিধি ১৮ক, ১৮খ, ১৮গ, ১৮ঘ, ১৮ঙ, সন্নিবেশিত।

(গ) কোন প্রকার শেয়ার, ডিবেঞ্চার বা স্টক ক্রোক করা হইলে উহার এবং উহার লভ্যাংশ হস্তান্তর, লেনদেন বা দায়মুক্ত করণ নিষিদ্ধ করিয়া উহার আদেশ সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ এবং সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জেস কমিশন কর্তৃপক্ষের এবং ক্ষেত্রমত, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবে;

(ঘ) ইঞ্জিনচালিত কোন প্রকার আকাশযান, জলযান বা স্থলযান ক্রোক করা হইলে উহার হস্তান্তর, লেনদেন বা দায়মুক্তকরণ ও, ক্ষেত্রমত, চলাচল নিষিদ্ধ করিয়া আদেশটি সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষসহ, ক্ষেত্রমত, সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ, সমুদ্র অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ, মার্কেনটাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট বা সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করিবে;

(ঙ) অন্য কোন প্রকার সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ কার্যকরের জন্য যে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের প্রতি যথাযথ নির্দেশ প্রদান করিবে;

(চ) উপরে বর্ণিত ব্যবস্থাদি ছাড়াও যে কোন প্রকার সম্পত্তি অবরুদ্ধণকরণ বা ক্রোক আদেশ কার্যকরের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত যে কোন প্রকার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

[১] **[১৮খ । অরুদ্ধকরণ বা ক্রোকাদেশের মেয়াদ।—** (১) বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রদত্ত অবরুদ্ধকরন বা ক্রোক আদেশ, পূর্বে প্রত্যাহার না হইয়া থাকিলে, বিধি ১৮ঙ এর বিধানাবলী-সাপেক্ষে, অপরাধ আমলে গ্রহণের পূর্বে প্রদত্ত আদেশের ক্ষেত্রে দুইশ্‌ত সত্তর কার্যদিবস পর্যন্ত, যদি না ইতোমধ্যে বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে গৃহীত হইয়া থাকে অথবা কমিশনের বা কমিশনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আবেদনে আদালত যুক্তিসংগত বিবেচনায় মেয়াদ বৃদ্ধি করে, বহাল থাকিবে।

---

১. এস, আর, ও নং ২১০- আইন / ২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা বিধি ১৮ এর পর নূতন বিধি ১৮ক, ১৮খ, ১৮গ, ১৮ঘ, ১৮ঙ, সন্নিবেশিত।

(২) বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে গৃহীত হইলে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্ব পর্যন্ত উহা বহাল থাকিবে।]

[১] **[১৮গ। অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত সম্পত্তির জন্য রিসিভার (Receiver) নিয়োগ।—** (১) বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন কোন সম্পত্তি অবরুদ্ধ বা ক্রোক করা হইলে, কমিশনের নিকট হইতে অনুমতিপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্তরূপ সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা আংশিক নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, তদারকি বা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তির জন্য, আদালত, স্বীয় বিবেচনায়, যেইরুপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্তে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে উক্ত সম্পত্তির রিসিভার (Receiver) নিয়োগ করিতে পারিবে; এবং এইরুপ রিসিভার নিয়োগ করা হইলে Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর First Schedule এর Order XL এর Rule 2, 3, ও 4 এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নিযুক্ত রিসিভার সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি, কৃষি জমি হইলে চাষাবাদক্রমে, বাড়ি বা ফ্লাট হইলে ভাড়া প্রদান ক্রমে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা বাণিজ্যিক যানবাহন হইলে পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব বাৎসরিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট আদালত দাখিল করিবেন।

(৩) উপ- বিধি (১) এর অধীন নিযুক্ত রিসিভার যথাযথক্রমে রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছেন কিনা তাহা কমিশন পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করিবে।]

[১] [**১৮ঘ । অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত সম্পত্তি তৃতীয়পক্ষ দাবিদারের অনুকূলে অবমুক্তকরণ।—** (১) বিধি ১৮ এর উপ বিধি-(৩) এর অধীন আদালত কোন সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করিলে, বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ থাকিলে তিনি উহা ফেরত পাইবার জন্য অবমুক্তকরণ বা ক্রোক আদেশ পত্রিকায় প্রচারের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।

---

১. এস, আর, ও নং ২১০- আইন / ২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা বিধি ১৮ এর পর নূতন বিধি ১৮ক, ১৮খ, ১৮গ, ১৮ঘ, ১৮ঙ, সন্নিবেশিত।

(২) উপ - বিধি (১) এর অধীন কোন ব্যক্তি আদালতে আবেদন করিলে আবেদনপত্রের সহিত প্রমাণাদিসহ নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংগঠনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত সম্পত্তি অর্জিত নয়;

(খ) আবেদনকারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইনের তফসিলভুক্ত উক্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত নন;

(গ) আবেদনকারী বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নমিনী নন বা সংশ্লিষ্ট উক্ত ব্যক্তির পক্ষে কোন দায়িত্ব পালন করিতেছেন না;

(ঘ) অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত সম্পত্তিতে বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন স্বত্ব, স্বার্থ বা মালিকানা নাই; এবং

(ঙ) অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত সম্পত্তিতে আবেদনকারীর নিজ স্বত্ব, স্বার্থ ও মালিকানা রহিয়াছে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন সম্পত্তি ফেরত পাইবার জন্য কোন আবেদন প্রাপ্ত আদালত আবেদনকারী, কমিশন ও বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সুযোগ প্রদান করিয়া শুনানি অন্তে, প্রয়োজনীয় কাগজাদি পর্যালোচনাক্রমে উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে সম্পত্তিটি বা উহার অংশবিশেষ অবরুদ্ধকরণ অবমুক্ত করিয়া আদেশে উল্লেখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, আবেদনকারীর অনুকূলে হস্তান্তরের আদেশ প্রদান করিবে।

[১] [**১৮ঙ । অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত সম্পত্তির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ।—** (১) আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে আদালত বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে অবরুদ্ধকৃত ও ক্রোককৃত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তিরর আদেশ প্রদান করিবে।

(২) উপ - বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অবরুদ্ধকৃত ও ক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতে বাজেয়াপ্তির আদেশ পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করা সম্ভব না হইলে অবশিষ্ট অংশ বাবদ উক্ত ব্যক্তির জন্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করা যাইবে।

(৩) আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে আদালত বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অর্থদণ্ড প্রদান করিলে উহা অবরুদ্ধকৃত ও ক্রোককৃত সম্পত্তি হইতে, যদি বাজেয়াপ্তির আদেশ কার্যকরের পর অবশিষ্ট থাকে, অবরুদ্ধকরণ, ক্রোক ও নিলামবিক্রির ব্যয় আদায়যোগ্য হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) ও (৩) এর বিধান অনুযায়ী বাজেয়াপ্তি কার্যকর ও অর্থদণ্ড আদায়ের পর অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত সম্পত্তির কোন অংশ অবশিষ্ট থাকিলে উহা আদালত অবমুক্ত করিয়া বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুকূলে হস্তান্তরের আদেশ প্রদান করিবে।

(৫) আদালত বিধি ১৮ এ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধ আমলে গ্রহণ না করিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে বা বিচারে তাহার বিরুদ্ধে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির বা অর্থদণ্ডের আদেশ প্রদান না করিলে অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত সম্পত্তি অবমুক্ত করিয়া উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে হস্তান্তরের আদেশ প্রদান করিবে।

(৬) কমিশন প্রাথমিক সত্যতা না পাওয়ার কারণে বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিসমাপ্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে উক্ত ব্যক্তির অবরুদ্ধকৃত ও ক্রোককৃত সম্পত্তি (যদি থাকে) অবমুক্তির সুপারিশ করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণ করিবে এবং এইরূপ সুপারিশ সহকারে সিদ্ধান্তপ্রাপ্ত হইলে আদালত উক্ত সম্পত্তি অবমুক্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবে।

(৭) এই বিধির অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কমিশনের গৃহিত কোন কার্যক্রম বা মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্বে কেবলমাত্র তাহার মৃত্যুজনিত কারণে পরিচালিত কোন কার্যক্রম সমাপ্ত বা বন্ধ হইয়া গেলে তাহার অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত সম্পত্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবমুক্ত হইবে না।

---

১. এস, আর, ও নং ২১০- আইন / ২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা বিধি ১৮ এর পর নূতন বিধি ১৮ক, ১৮খ, ১৮গ, ১৮ঘ, ১৮ঙ, সন্নিবেশিত।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে তাহার উত্তরাধিকারীর বা উত্তরাধিকারীগণের দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত কমিশনকে সুযোগ দিয়ে শুনানি অন্তে উক্ত

সম্পত্তি আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধ সংগঠনের মাধ্যমে অর্জিত নয় বা, উক্ত ব্যক্তির জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নয় বলিয়া সন্তুষ্ট অবমুক্ত করিতে পারিবে না অন্যথায়, উক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হিসেবে গণ্য হইবে।

(৯) এই বিধির অধীন—

(ক) বাজেয়াপ্তকৃত সম্প্রতি কোন ব্যাংক একাউন্টে বা লকারে রক্ষিত অর্থ বা স্বর্ণ, রৌপ্য, ইত্যাদি মূল্যবান বস্তু বা মণি- মুক্তা বা সঞ্চয়পত্র বা বন্ড হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে দখল ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিবে এবং সরকারি বিধি- বিধান মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থাপনা করিবে;

(খ) বাজেয়াপ্তকৃত অন্যান্য স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলা প্রশাসক রাষ্ট্রের পক্ষে দখল ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন এবং সরকারি বিধি- বিধান মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থাপনা করিবেন;

(গ) কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইলে দফা (ক) বা (খ) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালত বাংলাদেশ ব্যাংক বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের বরাবরে সংশ্লিষ্ট বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তির বিবরণসহ আদেশের কপি প্রেরণ করিবে।]

সপ্তম অধ্যায়

কমিশনের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি অনুসন্ধান ও তদন্ত পদ্ধতি

১৯ । অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি।— (১) কমিশনের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী আইন ও এই বিধিমালার আওতায় ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি বা অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন কিনা কিংবা কোন ব্যক্তিকে অযথা হয়রানি করিতেছেন কিনা অথবা আইন ও বিধিমালার আওতায় কোন অপরাধ করিয়াছেন কিনা তাহা সার্বক্ষণিক পরীবীক্ষণ, নজরদারি, অভিযোগ দায়ের, অনুসন্ধান, তদন্ত, মামলা দায়েরের ও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বা সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।

(২) কমিশনের চেয়ারম্যান উপ- বিধি (১) এর অধীন গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন এবং কমিশনের সচিব এবং প্রসিকিউশন এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপরিচালক উহার সদস্য হইবেন।

(৩) কমিশনের সচিব বা আইন ও প্রসিকিউশন এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপরিচালক এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইলে উহা কমিশনের চেয়ারম্যান নিজে বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোন কমিশনার দ্বারা তদন্ত করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন প্রয়োজন মনে করিলে কমিশন বহির্ভূত অন্য তদন্তকারী সংস্থা যথাঃ- ডিজিএফআই, র‍্যাব, সিআইডি, ডিবি, এনএসআই ইত্যাদি সংস্থাকেও তদন্ত সম্পন্নের অনুরোধ করিতে পারিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন অনুরোধ করা হইলে উক্ত তদন্তকারী সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কেবল সংশ্লিষ্ট অপরাধ তদন্তের বিষয়ে আইনের অধীন কমিশন কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য হইবেন এবং আইন অনুযায়ী তদন্ত সম্পন্ন করিয়া অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৬) উপ- বিধি (৫) এর অধীনে সম্পাদিত তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে অভিযোগনামার সহিত কমিশনের অনুমোদনসহ মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) এই বিধি অধীন অনুসন্ধান ও তদন্তকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আইন ও বিধিমালার বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

বিবিধ

২০ । অনুসন্ধান ও তদন্তকার্যে কমিশনের কর্মকর্তাদের অনুকূলে ক্ষমতা অর্পণ।— [১] [(১) আইনের ধারা ১৯ এর উপ- ধারা (১) এ প্রদত্ত অনুসন্ধান বা তদন্তকার্যে কমিশন বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি অনুসরণ করিবে। যথাঃ—

(ক) শপথের ক্ষেত্রে Oaths Act, 1873 (Act X of 1873) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে; এবং

(খ) অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব আইনের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হইলে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) কমিশন [২] [* * *] সাক্ষ্য গ্রহণ, সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ, দলিল পরীক্ষা করার জন্য [৩] [নোটিশ] জারি এবং কোন আদালতে হইতে পাবলিক রেকর্ড বা উহার অনুলিপি তলব করিতে পারিবে।

(৩) নিম্নের কলাম (২) এ উল্লেখিত কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা তদবিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লেখিত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োগ করা যাইবে, যথাঃ—

ক্রমিক নং	কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১	২	৩
(ক)	(ক) সাক্ষীর [১] [প্রতি নোটিশ) জারী ও উপস্থিতি নিশ্চিতকরন এবং [২] [* * *] জিজ্ঞাসাবাদ করা।	অনুসন্ধানকার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বা তদন্তকার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য।
(খ)	কোন দলিল উদঘাটন এবং উপস্থাপন করা।	অনুসন্ধানকার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বা তদন্ত কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য।
(গ)	কোন অফিস হইতে পাবলিক রেকর্ড বা উহার অনুলিপি তলব করা।	অনুসন্ধান কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বা তদন্ত কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য।
(ঘ)	আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রণীত বিধি আওতায় কমিশন বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

১. এস, আর, ও নং ২১০-আইন/২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা উপ-বিধি ২০(১) প্রতিস্থাপিত।

২. এস, আর, ও নং ২১০-আইন /২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা উপ-বিধি ২০(২) এর "শপথের মাধ্যমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত।

৩. এস, আর, ও নং ২১০-আইন /২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা উপ-বিধি ২০(২) এর "পরোয়ানা" শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৩] [(৪) কোন অভিযোগের অনুসন্ধান বা মামলার তদন্ত কার্যে নিয়োজিত কমিশনের অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত অনুসন্ধান বা তদন্তের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হইতে Banker's Books Evidence Act , 1891 (Act NO. XVIII of 1891) এর অধীন সংজ্ঞায়িত ব্যাংকার্স বুকস Banker's Books বা আয়কর অফিস হইতে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক আয়কর রিটার্ন, বিবরণী, হিসাব, সাক্ষ্য প্রমাণ, অ্যাসেসমেন্ট নথি, দলিলপত্র আইন ও এই বিধিমালার বিধান মোতাবেক উদঘাটন, পরীক্ষা, জব্দ বা উহার অনুলিপি তলব করিতে পারিবে।]

১. এস, আর, ও নং ২১০-আইন /২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা উপ-বিধি ২০(৩), টেবিলের ক্রমিক (ক) এর কলাম (২) এ উল্লেখিত "সমন" শব্দের পরিবর্তে "প্রতি নোটিশ" শপব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

২. এস, আর, ও নং ২১০-আইন /২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা উপ-বিধি ২০(৩), টেবিলের ক্রমিক (ক) এর কলাম (২) এ উল্লেখিত "শপথের মাধ্যমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত।

৩. এস, আর, ও নং ২১০-আইন /২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা উপ-বিধি ২০(৩) এর পর উপ-বিধি (৪) সংযোজিত।

২১। কমিশন কর্তৃক স্বীয় উদ্যোগে দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধান বা তদন্তের জন্য সরকার বা অন্যান্য সংস্থার সহযাগিতা প্রাপ্তির পদ্ধতি।— (১) আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে কমিশন কর্তৃক স্বীয় উদ্যোগে গৃহীত অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্তকার্য পরিচালনাকালে কমিশনের যে কোন অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা সরকার কিংবা সরকারের অধীনস্থ সংস্থা প্রধানের নিকট কিংবা উক্ত সংস্থার অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত রাখিয়া চাহিদামতে তথ্য সরবরাহের জন্য অধিযাচন-পত্র (requisition letter) প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ছকে তাহার অনুসন্ধান কিংবা তদন্তকার্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির একটি সুনির্দিষ্ট

ও প্রাসঙ্গিক চাহিদাপত্র অধিযাচন-পত্রের সহিত সংযুক্ত করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিতরূপে তথ্য সরবরাহের অনুরাধে করা হইলে যাহার নিকট তথ্য সরবরাহের অনুরাধে করা হইবে তিনি তাহা চাহিবামাত্র সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং চাহিদা মতে তথ্য সরবরাহে কোনরূপ ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হইলে ব্যর্থতার দায়ে আইনের ধারা ১৯ এর উপ ধারা (৩) এর বিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৪) এই বিধির বিধান অনুযায়ী চাহিদামতে তথ্য পাওয়া না গেলে কমিশন স্বীয় উদ্যোগে অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(৫) উপ-বিধি (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার চাহিদা অনুযায়ী প্রাপ্ত নথি, দলিলপত্রাদি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদির জব্দ তালিকার তিন ফর্দ ঘটনাস্থলে উহা গ্রহণের সময় তাৎক্ষণিকভাবে তৈরী করিবেন, যাহার একটি অনুলিপি রেকর্ডপত্র সরবরাহকারীকে প্রদান করিবেন, দ্বিতীয় কপি সংশ্লিষ্ট কেস নথির জন্য সংরক্ষণ এবং তৃতীয় কপি কার্য নথির সহিত সংরক্ষণ করিবেন।

(৬) অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা অনুসন্ধান বা তদন্তকার্যে ব্যবহারের পরে মামলার জন্য প্রয়োজনীয় নহে এইরূপ জব্দকৃত রেকর্ডপত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, নিজ দায়িত্বে ফেরত প্রদান করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (১) এর অধীন যাচিত দলিল দস্তাবেজ সরকারী দলিল (public document) হইলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা কর্মকর্তা কর্তৃক উহার অনুলিপি সত্যায়িত করিয়া সংগ্রহ করিবেন এবং এই ক্ষেত্রে

মামলায় ব্যবহারের প্রয়োজনে সাক্ষ্য হিসাবে উক্ত দলিলাদি আদালতের চাহিদা অনুযায়ী উপস্থাপনের শর্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা কর্মকর্তার জিম্মায় (custody) উহা রাখা যাইবে।

২২। প্রেষণে নিয়োগ ও বদলী।— (১) কমিশন ইহার দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে সরকারের যে কোন মন্ত্রণালয়ের বা বিভাগ বা উহার অধীন সংস্থা বা অধিদপ্তর বা পরিদপ্তর হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রেষণে নিয়োগের জন্য সরকারকে অনুরাধে করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কমিশনের নিকট হইতে অনুরাধে প্রাপ্ত হইলে সরকার উক্তরূপ অনুরাধে প্রাপ্তির অনধিক পনের কার্য দিবসের মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রেষণের নিয়োগের জন্য কমিশন সচিবালয়ে ন্যস্ত করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন ন্যস্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অনধিক তিন বৎসর সময়কাল পর্যন্ত কমিশন সচিবালয়ে ন্যস্ত করা যাইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কমিশন যে কোন সময় কারণ উল্লেখপূর্বক সরকারের নিকট ফেরত প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) কমিশন ইহার নিজস্ব কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রেষণে অন্যত্র নিয়োগের জন্য সরকারকে অনুরাধে করিতে পারিবে এবং সরকার উক্তরূপভাবে অনুরাধে প্রাপ্ত হইলে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সরকারের যে কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা উহার অধীন সংস্থা বা অধিদপ্তর বা পরিদপ্তরের সমমর্যাদা সম্পন্ন পদে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

[১] **[২৩। সাফল্যের স্বীকৃতস্বরূপ সনদ ও বিশেষ আর্থিক সুবিধা প্রদান।—** কমিশন, কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্ম উদ্দীপনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাফল্যের স্বীকৃতস্বরূপ সনদ (Award) প্রদান বা অনুরূপ অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ বা এককালীন বিশেষ আর্থিক সুবিধা (financial benefit) প্রদান করিতে পারিবে।

[২] **[২৪। একই কিংবা পৃথক কর্মকর্তা দ্বারা অনুসন্ধান ও তদন্তকার্য সম্পন্নকরণ।—** (১) আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান এবং তদন্ত একই কর্মকর্তার দ্বারা সম্পন্ন করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান সত্ত্বেও কমিশন প্রয়োজনে আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পৃথক পৃথক কর্মকর্তার দ্বারাও সম্পন্ন করাইতে পারিবে।

---

১. এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন /২০০৭, তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা বিধি ২৩ প্রতিস্থাপিত।

২. এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন /২০০৭, তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা বিধি ২৪ প্রতিস্থাপিত।

২৫। বিশেষ বিধান।ড়কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিয়োগ ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি নির্ধারণ করে পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি-বিধান তাহাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

[১] **[২৬। অভিযুক্ত সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা অবহিতকরণ।—**কোন সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে কমিশন কর্তৃক গৃহীত যে কোন ব্যবস্থা উক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা দপ্তরকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করিতে হইবে।

১.এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭ তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা বিধি ২৬ সংযোজিত।

তফসিল

ফরম-১

[বিধি ৩(৪) দ্রষ্টব্য]।

(অভিযোগ রেজিস্টার এর ছক)

ক্রমিক নং	অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, পদবী, বেতনক্রম ও কর্মস্থলের ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিযোগকারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা	অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ	অভিযোগপ্রাপ্তির পর গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

[১] ফরম-২

অনুসন্ধান প্রতিবেদন

{বিধি ৭(১) দ্রষ্টব্য}

দুর্নীতি দমন কমিশন

..... ।

স্মারক নং তারিখ .....

প্রেরক: নাম:

পদবী

দপ্তর

প্রাপক: নাম:

পদবী

দপ্তর:

বিষয়: .....

সূত্র ঃ .....

উপযুক্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য গত..... ...তারিখে এই অভিযোগটি আমার নিকট অর্পণ করা হয়। এই বিষয়ে আমার প্রতিবেদন নিম্নে প্রদান করা হইল (নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ করিতে অপারগ হইলে তাহার যুক্তিসংগত কারণ ব্যাখ্যা করিতে হইবে)।

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম, বর্তমান ঠিকানা, পদবী, বর্তমান বেতনক্রম

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(খ) অভিযোগের বিবরণ (অভিযোগের ক্রমানুসারে সুস্পষ্টভাবে)।

(গ) অভিযোগ প্রমাণের জন্য সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ যে সব রেকর্ডপত্র যাচাই করা হইয়াছে তাহার বিবরণ।

---

১. এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭ তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা ফরম-২ প্রতিস্থাপিত।

(ঘ) স্থাবর সম্পদের ধারাবাহিক বিবরণ: জমি (কৃষি/অকৃষি), গৃহসম্পদ, ফ্যাক্টরী বিল্ডিং, শিল্পস্থাপনা ইত্যাদির বিস্তারিত তথ্য, বিশারদের মতামতসহ পর্যালাচেনা আয়কর নথির সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণসহ প্রতিটির ক্ষেত্রে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার মতামত।

(ঙ) অস্থাবর সম্পদের ধারাবাহিক বিবরণ: অলংকারাদি, আসবাবপত্র, ইলেকট্রনিকস্ সামগ্রী, মটরযান, ব্যাংক লেনদেন, শেয়ার, স্টক বিনিয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য, আয়কর নথির সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণসহ প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার মতামত।

(চ) অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়বস্তু অথবা অভিযোগ প্রমাণে সহায়ক ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালাচেনা করিয়া মন্তব্য (কমিশন কর্তৃক আইনের ধারা ২২ মাতোবেক বক্তব্য শ্রবণের জন্য অনুমাদেনপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

(ছ) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার সমাপনী মন্তব্যসহ চূড়ান্ত প্রস্তাব।

(স্বাক্ষর)

নাম:

পদবী:

দপ্তর:

তারিখ:

[১][ফরম-২ক

তদন্তকার্য রেজিস্ট্রার

[{বিধি ১০(১)(ক) দ্রষ্টব্য}]

১	দুদক তদন্ত নম্বর:
২	এজাহার/অভিযোগ প্রপ্তির তারিখ ও সময়:
৩	এজাহারকারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা:
৪	আদালতে অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা এবং আদালতের মামলা নম্বর:
৫	অপরাধের ধারা ও অপরাধ সংশ্লিষ্ট সম্পদের পরিমান:
৬	অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

৭	অপরাধ সংঘটনের স্থান ও সময়কাল:
৮	এজাহারভূক্ত আসামীর নাম ও ঠিকানা:
৯	তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা:
১০	তদন্তের ফলাফল ও অনুমোদনের তারিখ:
১১	তদন্ত প্রতিবেদন (চার্জশীট/চূড়ান্ত প্রতিবেদন) এর নম্বর, তারিখ এবং দাখিলকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা:
১২	চার্জশীটভূক্ত আসামীদের নাম,পরিচয় ও ঠিকানা:
১৩	অধিকতর তদন্তের ফলাফল, প্রতিবেদনের নম্বর ও তারিখ:
১৪	স্পেশাল জজ আদালতের মামলার নম্বর ও ফলাফল:
১৫	হাইকোর্ট বিভাগে মামলার নম্বর ও ফলাফল:
১৬	আপীল বিভাগে মামলার নম্বর ও ফলাফল:
১৭	সাজা কার্যকর সম্পর্কিত তথ্য:
১৮	মন্তব্য (যদি থাকে):

নোটঃ খ্রিষ্টিয় সনভিত্তিক তদন্ত দিতে হইবে এবং এজাহার অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।

---

১. এস, আর, ও নং ২১০-আইন /২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন , ২০১৯ দ্বারা তফসিলের ফরম-২ এর পর নূতন ফরম ২ক ও ফরম-২খ সন্নিবেশিত।

[১]ফরম-২খ

তদন্ত তদন্তকার্যের প্রাথমিক তথ্য

[{বিধি ১০(১)(গ) দ্রষ্টব্য}]

দুদক তদন্ত নং..... জেলা/মহানগর.....

নং..... ঘটনার সময়কাল .....

এজাহার দাখিলের তারিখ ও সময়	ঘটনার স্থান	লিপিবদ্ধকারী কার্যালয়ের নামসহ প্রেরণের তারিখ

এজাহারকারী/আদালতে অভিযোগকারীর নাম	আসামীর নাম, পরিচয় ও ঠিকানা	ধারাসহ অপরাধ এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	তদন্তকারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা	মন্তব্য

(এজাহারের/আদালত হইতে প্রাপ্ত অভিযোগের মূল কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

লিপিবদ্ধকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর.....

সীল.....

নোট: ১। অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়ে দিতে হবে।

২। আদালত হইতে প্রাপ্ত অভিযোগের সূত্র মন্তব্য কলামে উল্লেখ করিতে হইবে।]

১. এস, আর, ও নং ২১০-আইন /২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা তফসিলের ফরম-২ এর পর নূতন ফরম ২ক ও ফরম-২খ সন্নিবেশিত।

ফরম-৩

অনুমাদেন পত্রের কপি

১[{বিধি ১৫(৭) দ্রষ্টব্য}]

দুর্নীতি দমন কমিশন

..... কার্যালয়

.....।

স্মারক নং তারিখ:

২ [থানার মামলা নং তারিখ: .....]

বিষয় ঃ মামলা দায়ের/চার্জশীট দাখিলের অনুমাদেন জ্ঞাপন।

অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদন/তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত সাক্ষ্য স্মারক ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালাচেনা করিয়া দুর্নীতি দমন কমিশন পরিতুষ্ট হইয়া দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৩২ ধারা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ..... এর উপ-বিধি ..... এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত ধারায় মামলা দায়ের/চার্জশীট দাখিলের অনুমাদেন জ্ঞাপন করা হইল:

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও ঠিকানা	অপরাধের ধারা
(১)		
(২)		
(৩)		

(স্বাক্ষর)

নাম-

পদবী-

দপ্তর-

তারিখ-

---

১. এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭, তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
২. এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭, তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

জনাব্

ফিল্ড অফিসার/উপ-সহকারী পরিচালক/সহকারী পরিচালক/উপ-পরিচালক

দুর্নীতি দমন কমিশন।

.....।

অনুলিপি:

১. বিজ্ঞ স্পেশাল জজ.....

২. আসামীর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ।

৩. মামলা রুজুকারীর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা।

ফরম-৪

তদন্ত প্রতিবেদন

[বিধি ১০ দ্রষ্টব্য]

সাক্ষ্য-স্মারক

১। মামলার সূত্র : মামলা নং তারিখ:

ধারা-

২। মামলা দায়েরকারীর নাম, পদবী, বর্তমান ঠিকানা :

৩। তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঃ :

বর্তমান ঠিকানা (একাধিক হইলে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে)

৪। মামলার আসামীদের বিবরণনাম, পদবী, ও বেতনক্রম :

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), পিতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা [১][ছবি]

৫। তদন্তে আগত আসামীদের বিবরণ ঃ :

(ক্রমিক নং ৪-এর অনুরূপ)

৬। গ্রেপ্তারকৃত আসামীদের বিবরণ (যদি ও থাকে) :

৭। আসামী বর্তমানে পাবলিক সার্ভেন্ট হিসাবে ৪ বহাল আছেন কি-না। :

১ এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭, তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা সংযোজিত ।

৮। মামলা রুজুর পটভূমি

(কিভাবে দুর্নীতি দমন কমিশনে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়, কাহার আদেশে কে অনুসন্ধান করেন, অনুসন্ধানের ফলাফলের উপর কাহার আদেশে মামলা রুজু করা হয় এবং থানার কোন কর্মকর্তা মামলা রেকর্ড করেন, ইত্যাদি বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে)।

৯। মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

(ঘটনাক্রম অনুসারে অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু উল্লেখ করিতে হইবে)

১০। তদন্ত ঃ (ক) তদন্তভার গ্রহণ

(খ) ঘটনাস্থল পরিদর্শন

(গ) সাক্ষ্য প্রমাণের বিবরণ ও পর্যালোচনা

(ইহাতে জব্দকৃত রেকর্ডপত্রের বিবরণ ও

পর্যালাচেনা, সাক্ষ্যের বক্তব্য ও পর্যালাচেনা

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বিভাগীয় তদন্ত হইয়া থাকিলে

উহার ফলাফল অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।]

(ঘ) Code of Criminal Procedure, 1898

(Act V of 1898) এর ধারা ১৬১ ও ১৬৪ এবং

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৯ ধারা

মোতাবেক গৃহীত আসামীর বক্তব্য পর্যালোচনাপূর্বক

ঘটনা প্রবাহের আলাকে সুস্পষ্ট মন্তব্য।

(ঙ) ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬১ ধারা এবং

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৯ ধারা

মোতাবেক গৃহীত আসামীর বক্তব্য গ্রহণ করা না গেলে

উহার কারন ও বক্তব্য গ্রহণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ এবং

প্রামাণ্য দলিল সংক্রান্ত তথ্যাদি।

(চ) আসামীদের স্ব-স্ব অপরাধের বিবরণ (অপরাধ সংঘটনে

আসামীর ভূমিকার বিস্তারিত উল্লেখ করিতে হইবে)।

১১। তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত :

(তদন্তের ফলাফলের আলাকে যুক্তিসংগত কারন উল্লেখপূর্বক আসামীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ ইহাতে থাকিবে)।

(ক) যে সব আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করিতে হইবে

তাহাদের নাম ও অপরাধের ধারা।

(খ) যে সব আসামীকে অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া

হইবে তাহাদের নাম।

(গ) যে সব আসামীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইবে

তাহাদের নাম।

(ঘ) অনুরূপভাবে এফআরটি/এফআর এ্যাজ এমএফ/এফআর

এ্যাজ এমএল এর সুপরিশের ক্ষেত্রেও বিস্তারিত কারণ উল্লেখ

করিতে হইবে।

১২। ক্যালেন্ডার অব এভিডেন্স বা সাক্ষ্যপঞ্জি : সংযুক্ত ছক অনুযায়ী।

তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম:

পদবী:

দপ্তর:

ক্যালেন্ডার অব এভিডেন্স বা সাক্ষ্যপঞ্জি ছক

ক্রমিক নং	সাক্ষীদের নাম, পদবী, পিতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	সাক্ষী যে সকল বিষয়ে প্রমাণ করিবেন	যে সকল রেকর্ডপত্র প্রদর্শনী হিসাবে উপস্থাপিত হইবে
(১)	(২)	(৩)	(৪)

তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম:

পদবী:

দপ্তর:

[১] **[ফরম-৫**

সম্পদ বিবরণী

[বিধি ১৭(১) দ্রষ্টব্য]

দুর্নীতি দমন কমিশন

কার্যালয়ের নাম-

ঠিকানা-

স্মারক নং তারিখ:

সূত্রঃ দূর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয়ের স্বারক নং ..... তারিখ:

আদেশ

সূত্রে বর্ণিত স্বারকে আদিষ্ট হইয়া জানানো যাইতেছে যে,

যেহেতু প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করিয়া দুর্নীতি দমন কমিশনের স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আপনি জনাব/বেগম..... আপনার জ্ঞাত আয়ের বহির্ভূত স্বনামে/বেনামে বিপুল পরিমাণ সম্পদ /সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন।

সেহেতু, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন) এর ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) দ্বারা অর্পিত ক্ষমতাবলে আপনি জনাব/বেগম ..... কে আপনার নিজের, আপনার স্ত্রীর /স্বামীর, আপনার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের স্বনামে/বেনামে অর্জিত যাবতীয় স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ/সম্পত্তি, দায়-দেনা, আয়ের উৎস ও উহা অর্জনের বিস্তারিত বিবরণী অত্র আদেশ প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে এতদসঙ্গে প্রেরিত কমিশনের ছকে দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিব বরাবরে দাখিল করিতে আদিষ্ট হইয়া নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে অথবা মিথ্যা বিবরণী দাখিল করিলে উপরাক্তে আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) মাতোবেক আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে।

আদেশ জারিকারী কর্মকরর্তার স্বাক্ষর

নাম:

পদবী:

দপ্তর:

প্রাপক ঃ .....

.....

.....]

---

১. এস, আর, ও নং ২১০-আইন /২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা ফরম-৫ প্রতিস্থাপিত।

ফরম-৬

[বিধি ১৭(২) দ্রষ্টব্য]

সম্পদ বিবরণী

(দুর্নীতি দমন কমিশনের আদেশ প্রাপ্তির [১] [২১ (একুশ)] কার্য দিবসের মধ্যে যথাযথভাবে পূরণ করিয়া দাখিল করিতে হইবে।)।

অংশ-১ ঃ স্থাবর সম্পদ

অংশ-২ঃ অস্থাবর সম্পদ

অংশ-৩ঃ দায়।

১. এস, আর, ও নং ২১০-আইন /২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন , ২০১৯ দ্বারা ফরম-৬ এ উল্লেখিত "৭ (সাত)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "২১ (একুশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত।

অংশ-১

স্থাবর সম্পদ

ক্রমিক নং	সম্পদের অবস্থান, গ্রাম বা সড়ক এবং থানা অথবা পৌরসভা এবং জেলা	দাগ ও খতিয়ান/ হোল্ডিং নম্বর	আয়তন /পরিমাণ	সম্পদের প্রকৃতি ও বিবরণ	স্বার্থের পরিধি	জমির মূল্য	জমিতে অবস্থিত ভবনাদি কাঠামো এবং সাজ সরঞ্জামের মূল্য	কাহার নামে সম্পদ অর্জিত (নিজ/ স্ত্রী/ পূত্র/ কন্যা/ ভ্রাতা/ ভগ্নী অথবা অন্য কোন ব্যক্তি)	সম্পদ অর্জনের তারিখ	অর্জনের ধরণ (ক্রয়, বিক্রয়, ইজারা, দান, বিনিময়, উত্তরাধিকার বা অন্যবিধ)	সম্পদ অর্জনের জন্য ব্যবহৃত আয়ের উৎস	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)

অংশ-২

অস্থাবর সম্পদ

ক্রমিক নং	সম্পদের বিবরণ	কোথায় অবস্থিত	মূল্য	[১][নিজ/ স্ত্রী] ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা বা অন্য কোন ব্যক্তি।	সম্পদ অর্জনের তারিখ	অর্জনের পদ্ধতি (ক্রয়, দান, ভাড়া ইত্যাদি)।	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

১. এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৭, তারিখ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০০৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

অংশ-৩

দায়

ক্রমিক নং	দায়-দেনার বিবরণ	দায়-দেনা সংক্রান্ত	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, উপরি-উক্ত সম্পদ ও দায়-দেনার বিবরণী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, এমন কোন সম্পদ বা দায়-দেনার বিবরণ এই হিসাব বিবরণী হইতে গাপেন করা হয় নাই। যাহাতে আমার নিজের অথবা আমার স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নী বা অপর কোন ব্যক্তির মাধ্যমে আমার স্বার্থ রহিয়াছে।

বিবরণ প্রদানকারীর স্বাক্ষর.....

নাম্.

পিতা/স্বামীর নাম.....

পেশা.....

ঠিকানা..

ফরম-৭

[বিধি ৭(৭) ও ১০(৭) দ্রষ্টব্য]।

দৈনন্দিন অনুসন্ধান/তদন্তকার্যের রেজিস্টার

ক্রমিক নং	অনুসন্ধান/তদন্ত বিষয় ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অনুসন্ধান/ তদন্তের স্থান	(অনুসন্ধান/তদন্তকারী/ তদারককারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	যাত্রার সময় ও প্রত্যাবর্তনের সময়	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

(অনুসন্ধান/তদন্তকারী/তদারককারী

কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

নাম:

পদবী:

দপ্তর:

ফরম-৮

[বিধি ৯(২) ও ১২(২) দ্রষ্টব্য]।

অনুসন্ধান/তদন্ত বিষয়ে মাসিক প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	অনুসন্ধান/তদন্তের বিষয় ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অনুসন্ধান/তদন্তকারী/ তদারককারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	অনুসন্ধান/তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

(অনুসন্ধান/তদন্তকারী/তদারককারী

কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

নাম:

পদবী:

দপ্তর:

[১] [ফরম-৮

[বিধি ৭ (৭) দ্রষ্টব্য]

অনুসন্ধান নোট বই

১। অনুসন্ধান অনুমতির জন্য:

২। অনুসন্ধানের জন্য প্রাপ্তির তারিখ:

৩। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

৪। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও ঠিকানা :

৫। তারিখ ভিত্তিক সম্পাদিত কার্যক্রম:

৬। অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ:

৭। অনুসন্ধান প্রতিবেদন উল্লেখিত চূড়ান্ত প্রস্তাব:

৮। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ও চুড়ান্ত ফলাফল:]।

---

১. এস, আর, ও নং ২১০-আইন /২০১৯, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৯ দ্বারা তফসিলে ফরম-৮ এর পর উক্তরুপ নূতন ফরম-৯ সংযোজিত।